তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৫৪০

**সকল প্রকার ডেটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর**

**-- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ আষাঢ় (১২ জুলাই) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ব্যক্তিগত ডেটা, ফিনান্সিয়াল ডেটাসহ সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় তথ্যের নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। তিনি বলেন, সকল প্রকার ডেটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। ডিজিটাল প্রযুক্তি যত বিকশিত হচ্ছে ডেটা নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা তত বাড়ছে। আবার ডেটা যারা চুরি করছে তারা প্রযুক্তিগত দিক থেকে খুবই পারদর্শী। এই পরিস্থিতিতে আইনের পাশাপাশি আমাদের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

মন্ত্রী আজ ডিজিটাল প্লাটফর্মে ঢাকায় লিগ্যাল কাউন্সিল আয়োজিত ডেটা প্রোটেকশন এন্ড প্রাইভেসি শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

জনাব মোস্তাফা জব্বার বলেন, ডিজিটাল অপরাধ এবং তা মোকাবেলা একেবারেই নতুন ধারণা। পরিবর্তিত পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় সরকার ২০১৮ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করেছে। প্রযুক্তিগত অপরাধের বিষয়ে মানুষের মধ্যে ইতোমধ্যে সচেতনতা বেড়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী এই বিষয়ে অত্যন্ত সচেষ্ট হওয়ায় অপরাধের মাত্রাও উল্লেখযোগ্য হারে কমছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে তাঁর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কর্মসূচি ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জিত হওয়ার কারণে করোনাকালে গৃহবন্দি থেকেও মানুষ ডিজিটাল প্রযুক্তির কারণে মুক্ত জীবনের স্বাদ পাচ্ছে। তিনি বলেন, প্রযুক্তির অপরাধ প্রযুক্তি দিয়ে মোকাবেলা করার সক্ষমতা  অর্জনেও আমরা পিছিয়ে নেই।  তিনি ফেসবুক-সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ প্রতিরোধে ২২ হাজার পর্ণ সাইট ও ৪ হাজার জোয়ার সাইট বন্ধ করা হয়েছে উল্লেখ করে বলেন, ইন্টারনেট  নিরাপদ রাখতে শক্তিশালী প্রযুক্তি আমরা অর্জন করেছি।

অনুষ্ঠানে বিকাশ এর সিইও কাদির কামাল, বেসিস সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবির এবং লিগ্যাল কাউন্সিলের কর্মকর্তাগণ বক্তৃতা করেন।

#

শেফায়েত/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/২১০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৫৩৯

**পবিত্র ঈদুল আজহার নামাজের জামাত মসজিদে আদায়ের আহ্বান**

ঢাকা, ২৮ আষাঢ় (১২ জুলাই) :

করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত কারণে জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহার নামাজের জামাত ঈদগাহ ও উন্মুক্ত স্থানের পরিবর্তে নিকটস্থ মসজিদে আদায়ের জন্য ধর্মপ্রাণ মুসুল্লিদের অনুরোধ করা হয়েছে।

আজ আসন্ন ঈদুল আজহা উদ্‌যাপন উপলক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত আন্তঃমন্ত্রণালয় ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভায় দেশের ধর্ম প্রাণ মুসুল্লিদের এ অনুরোধ জানানো হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সভাপতিত্ব করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নুরুল ইসলাম।  সভায় যথাযোগ্য মর্যাদা, ভাবগাম্ভীর্য এবং আনন্দমুখর পরিবেশে  পবিত্র ঈদুল আজহা উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এ বছর করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি বিবেচনায় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক ঈদের প্রধান জামাত জাতীয় ঈদগাহ এর পরিবর্তে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমে অনুষ্ঠিত হবে।

সভায় দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম এর পক্ষে আল্লামা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ, আল্লামা মুফতি রুহুল আমিন, মাওলানা আনাস মাদানী, মুফতি দিলাওয়ার হোসাইন, মাওলা নুরুল আমিন, হাফেজ মাওলানা আব্দুল আলিম রিজভী, মুফতি মাওলানা সাজিদুর রহমান, মাওলানা ড. কাফিলুদ্দীন সরকার সালেহী, মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, মাওলানা মোসাদ্দিক বিল্লাহ আল মাদানী প্রমুখ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এ ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ করে তাঁদের মতামত প্রদান করেন।

#

আনোয়ার/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/২০১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৫৩৮

**ডিজিটাল পেমেন্টের পাশাপাশি ভার্চুয়াল মুদ্রার দিকে মনোযোগী হতে হবে**

**-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ আষাঢ় (১২ জুলাই) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, ডিজিটাল পেমেন্টের মাধ্যমে আন্তঃলেনদেন সুবিধা নিশ্চিত করে স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সঙ্গে লেনদেনের পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আয় বাড়ানো সম্ভব হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ক্যাশলেস পেমেন্ট-অন-ডেলিভারি সলিউশন “ক্যাশলেস পে” এর ভার্চুয়াল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, "পরিবর্তিত নতুন পরিস্থিতিতে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে ভার্চুয়াল মুদ্রার দিকে আমাদের মনোযোগী হতে হবে। বিটকয়েন এর মতো মুদ্রাকে অনুমোদন না দিলেও এই বিষয়ে আমাদের ভাবতে হবে। তা না হলে আমরা পিছিয়ে পড়বো এবং সাইবার সিকিউরিটির দিকে নজর দিয়েই আমরা ক্যাশলেস সোসাইটি গড়ে তুলবো।"

প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণে আইসিটি বিভাগ সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে আমরা ডিজিটাল লেনদেন সল্যুশনেও নেতৃত্ব দেবো। সাইবার সিকিউরিটির দিকে নজর দিয়েই আমরা ক্যাশলেস সোসাইটি গড়ে তুলবো।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক হুমায়ুন কবির, মাস্টার কার্ড বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মাদ কামাল, ইস্টার্ন ব্যাংকের হেড অভ্ রিটেইল মোর্শেদ আনোয়ার, ই-ক্যাব সভাপতি শমী কায়সার ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াহেদ তমাল, বেসিস সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবির প্রমুখ অনুষ্ঠানে সংযুক্ত ছিলেন।

#

শহিদুল/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/২০১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৫৩৭

**বিদেশে গমনকারী সকল বাংলাদেশিকে করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট নিয়ে যেতে হবে**

ঢাকা, ২৮ আষাঢ় (১২ জুলাই) :

বিদেশ গমনকারী সকল বাংলাদেশিকে এখন থেকে করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট নিয়ে গমন করতে হবে। সরকার অনুমোদিত করোনা টেস্টিং সেন্টার থেকে করোনা পরীক্ষা করে এ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা যাবে।  
  
 আজ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেনের সভাপতিত্বে এক বিশেষ ভার্চুয়াল আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের যাচাইয়ের সুবিধার্থে করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে দেওয়ার বিষয়ে এ সভায় সুপারিশ করা হয়। তাছাড়া কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে গমনকারীদের করোনা পরীক্ষার সুবিধার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি নিবেদিত করোনা টেস্টিং সেন্টার স্থাপনেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মুহিবুল হক, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন সভায় সংযুক্ত ছিলেন।

#

তৌহিদুল/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/২০০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৫৩৬

**ডিজিটাল হাটে প্রথম অনলাইনে গরু কিনে**

**‘মানবসেবা.কম’- এ দান করলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ আষাঢ় (১২ জুলাই) :

এবার ঈদুল আজহায় অনলাইনেই কিনতে পারবেন পছন্দসই কোরবানির পশু। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক দূর্যোগের কারণে মানুষের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার কথা ভেবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ই-কমার্স এসোসিয়েশন অভ্ বাংলাদেশ (ই-ক্যাব) এর সমন্বয়ে গতকাল অনলাইনে উদ্বোধন হয়ে গেল ডিএনসিসি ডিজিটাল হাট।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক অনুষ্ঠান শেষে অনলাইনে প্রথম ফুড ফর নেশন এর একশপ থেকে ৭৯ হাজার ৯শ টাকায় একটি গরু ক্রয় করেন। যার সম্পূর্ণটাই তিনি ই-কমার্স এসোসিয়েশন অভ্ বাংলাদেশ (ই-ক্যাব) এর মানবিক উদ্যোগ ‘মানবসেবা.কম’-এর জনকল্যাণমুলক কার্যক্রমে দান করেন। তিনি প্রতিষ্ঠানটির জনকল্যাণমূলক কাজের প্রশংসা করেন। পলক বলেন দেশের করোনা পরিস্থিতির শুরু থেকেই গরিব অসহায়, কর্মহীন মানুষের মুখে খাবার তুলে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে মানবসেবা' নামের প্রতিষ্ঠানটি।

প্রতিমন্ত্রী কোরবানির পশুর চামড়া 'মানবসেবা.কম এই জনহিতৈষী কর্মকাণ্ডে উৎসর্গ করার জন্য দেশের মানুষকে আহ্বান জানান।

ডিজিটাল এই হাটের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, ই-কমার্স এসোসিয়েশন অভ্ বাংলাদেশ এর সভাপতি শমী কায়সার প্রমুখ।

উল্লেখ, দারাজ, সাদেক-এগ্রো, এক শপ-ফুড ফর নেশন, সবজি বাজার.কম লিমিটেড, আজকের ডিল.কমসহ বিভিন্ন অনলাইন প্লাটফর্ম থেকে গরু কিনতে পারবেন ক্রেতা সাধারণ।

#

শহিদুল/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৯৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৫৩৫

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৮ আষাঢ় (১২ জুলাই) :

          ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় ইতোমধ্যে ২ লাখ ১১ হাজার ১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ১২২ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ২ হাজার ৬৬৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৮৩ হাজার ৭৯৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৭ জন-সহ এ পর্যন্ত ২ হাজার ৩৫২ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১১ হাজার ৫৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৯৩ হাজার ৬১৪ জন।

          সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

#

তাসমীন/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৫৩৪

**করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসীদের পুনর্বাসনে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এবং**

**ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সমঝোতা**

ঢাকা, ২৮ আষাঢ় (১২ জুলাই) :

আজ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সাথে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর করোনা ভাইরাসে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রবাস ফেরত ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীদের ঋণ প্রদান বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন।

স্বাক্ষরিত এই সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-কে ২০০ কোটি টাকা বিনা সুদে ঋণ হিসেবে প্রদান করবে এবং ব্যাংক উক্ত তহবিল থেকে ৪ শতাংশ সরল সুদে গ্রাহকদের বিনিয়োগ ঋণ প্রদান করবে। বৈধভাবে বিদেশে গমনকারী কর্মী বা বিদেশ থেকে বৈধভাবে রেমিটেন্স প্রেরণ করেছেন এমন কর্মী এবং করোনায় মৃত কর্মীদের পরিবার এই ঋণ পাওয়ার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন। এই ঋণ প্রদান ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এ বিষয়ে প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী সম্পাদিত হবে। দ্রুত, দক্ষ ও স্বচ্ছ ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় বিভিন্ন অংশীজনকে সংযুক্ত করা হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী বলেন, করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাসী কর্মীদের টেকসই পুনর্বাসনের লক্ষ্যে স্বল্প ও সরল সুদে এই ঋণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত ৫০০ কোটি টাকা দিয়ে আরো ব্যাপক পুনর্বাসন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন, করোনা ভাইরাসের মহামারির এই সময়ে এই ঋণদান কর্মসূচি ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাসীদের আশার আলো দেখাবে। সুদের পরিমাণ অত্যন্ত সহনশীল উল্লেখ করে তিনি বলেন এই ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরো বলেন, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ও এই ঋণ দান কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবে।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহতাব জাবিন ও ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের পক্ষে স্বাক্ষর করেন মহাপরিচালক মোঃ হামিদুর রহমান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান বেগম শামছুন নাহার, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মোঃ শামসুল আলম, বোয়েসেল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম বাদল, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ শহিদুল আলম, এনডিসি।

#

রাশেদুজ্জামান/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৯০৮ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ২৫৩৩

**করোনা ভাইরাসের প্রকোপ বাড়লে ভার্চুয়াল কোর্টের সাহায্য নিতেই হবে**

**-- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ আষাঢ় (১২ জুলাই) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, করোনা পরিস্থিতি ভালো হলে স্বাভাবিক আদালত স্বাভাবিকভাবেই চলবে। ভার্চুয়াল আদালত কেবল বিশেষ পরিস্থিতিতে বা বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে। তিনি বলেন, করোনাভাইরাস আমাদেরকে কতদিনে ছেড়ে যাবে তা আমরা জানি না। যদি করোনা ভাইরাসের প্রকোপ আরো বাড়ে তাহলে আমাদেরকে ভার্চুয়াল কোর্টের সাহায্য নিতেই হবে। কারণ বিচার ব্যবস্থার কার্যক্রম চালু রাখতে হবে। স্বাধীন ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির জন্য জনগণের আশা পূরণ করতেই হবে।

আজ অধঃস্তন আদালতের আইনজীবীদের “ভার্চুয়াল আদালত পদ্ধতি ব্যবহারে দক্ষতা উন্নয়ন’’ শীর্ষক এক অনলাইন প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন আইনমন্ত্রী। আইন ও বিচার বিভাগের উদ্যোগে এবং জিআইজেড বাংলাদেশ এর কারিগরি সহযোগিতায় এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী দিনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নরসিংদী জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

মন্ত্রী বলেন, সারা বিশ্ব এবং দেশের সব বিভাগ কিন্তু ভার্চুয়ালের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। বিচার বিভাগ যদি ভার্চুয়ালের দিকে এগিয়ে না যায় তাহলে শুধু বিশ্বে নয় দেশেও পিছিয়ে থাকবে। আমরা সমালোচনার সম্মুখীন হবো। জনগণ আমাদের ওপর আস্থা রাখতে চিন্তা করবে। সেসব ক্ষেত্র বিবেচনা করেই ভার্চুয়াল আদালত সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে সরকার। তিনি বলেন, এ বিষয়ে পর্যায়ক্রমে সারা দেশের আইনজীবীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে সরকার। তিনি বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে সারা বিশ্বে অনেক আদালত বন্ধ হয়েছে। শেখ হাসিনার সরকার সেখানে একটি বিকল্প ব্যবস্থা করে আদালত চালাতে পেরেছে। বলেন, এই আদালত পূর্ণাঙ্গভাবে চালাতে গেলে আইনজীবীদের আবশ্যিকভাবে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ ছাড়া, ভৌত অবকাঠামো গড়া ছাড়া ভার্চুয়াল কোর্ট পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে চালু করা সম্ভব নয়। বিচার বিভাগের ডিজিটাইজেশনের জন্য সরকার প্রায় দুই হাজার ৮০০ কোটি টাকার ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে ভার্চুয়াল আদালতে জামিন শুনানি চলছে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রায় ৫০ হাজার আসামিকে জামিন দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি প্রধান বিচারপতি গত সপ্তাহে স্বাভাবিক আদালতে সারেন্ডারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং অন্যান্য আরো কিছু জিনিস তিনি স্বাভাবিক আদালতে চালু করার কথা বলেছেন। সেগুলো চালু হবে।

আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে যুগ্ম সচিব উম্মে কুলসুম, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা জজ মোঃ শফিউল আজম, নরসিংদীর জেলা জজ মোস্তাক আহমেদ, জিআইজেড বাংলাদেশ এর ‘রুল অভ ল’ প্রোগ্রামের প্রধান প্রমিতা সেনগুপ্ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নরসিংদী জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি যথাক্রমে এডভোকেট মোঃ শফিউল আলম ও এডভোকেট মিজানুর রহমান বক্তৃতা করেন।

#

রেজাউল/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                     নম্বর : ২৫৩২

**বদলি কোনো শাস্তি নয়, অনিয়মে জড়িত থাকলে বরখাস্ত**

**-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ আষাঢ় (১২ জুলাই) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, বদলি কোনো শাস্তি নয়, দেশের উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্পে নিম্নমানের কাজের সাথে জড়িত থাকলে বরখাস্ত অথবা আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। একই সাথে সব প্রকল্প নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মানসম্মতভাবে শেষ করার জন্য প্রকল্প পরিচালক এবং এর সাথে যুক্ত সকলকে নির্দেশ দিয়েছেন।

আজ মন্ত্রণালয়ে নিজ কক্ষে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন বিভাগ এবং দপ্তরের বাস্তবায়নাধীন ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনায় নিয়ে অনলাইন সভায় সভাপতির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ অবশ্যই মানসম্পন্ন, টেকসই ও উৎপাদনশীল হতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট যে স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিম্নমানের কাজে জড়িত থাকবে তাদেরকে কঠোর শাস্তির আওতায় আনা হবে।

মন্ত্রী বলেন, মন্দ কাজের জন্য যেমন তিরস্কার বা বরখাস্তের ব্যবস্থা থাকবে তেমনি ভালো কাজের সাথে যারা জড়িত তাদেরকে পুরস্কৃতও করা হবে। করোনা সংকটে সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রভাব পড়েছে জানিয়ে তিনি করোনা প্রকোপে এ বছর প্রকল্পের অগ্রগতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তবে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ক্ষতি পুষিয়ে উঠা সম্ভব। সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করেই দেশকে এগিয়ে নিতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, প্রকল্প কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে প্রকল্প পরিচালক, প্রকৌশলীরা যদি কোন বাধা বা হুমকির সম্মুখীন হন তাহলে তাদের নিরাপত্তা দিতে রাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ। এক্ষেত্রে তাঁর মন্ত্রণালয় দায়িত্ব নেবে বলেও জানান তিনি।

গ্রামীণ সড়ক, ইউনিয়ন পরিষদ সড়ক এবং উপজেলা সড়ক নির্মাণে স্ট্রাকচারাল ডিজাইনসহ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজাইন তৈরি করে সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেন মোঃ তাজুল ইসলাম। এছাড়া ছোট-বড় যেকোনো প্রকল্প নেওয়ার আগে নেভিগেশন, পরিবেশ-সহ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্প গ্রহণের আহ্বান জানান তিনি।

গ্রামীণ সামাজিক অবস্থার উন্নতি, গ্রামীণ অর্থনীতির গতির সঞ্চার এবং মানুষকে উন্নত জীবন দিতে উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে মন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্যবিধি, সামাজিক দূরত্ব-সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণের কাজে মানুষকে সম্পৃক্ত করলে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ এর সঞ্চালনায় সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন এলজিইডি, ডিপিএইচই, সকল ওয়াসা, সকল সিটি কর্পোরেশন, এনআইএলজি এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে স্থানীয় সরকার মন্ত্রীকে অবহিত করা হয়।

উল্লেখ্য, স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২৫৬ টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের জুন পর্যন্ত অগ্রগতি শতকরা ৮১ দশমিক ৪৯ ভাগ। যা গত বছর ছিলো শতকরা ৯৫ দশমিক ৪২ ভাগ। মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত প্রকল্প কাজের মৌসুম হলেও করোনা মহামারির কারণে কাজ বন্ধ থাকায় এ বছর কাজের অগ্রগতি কিছুটা কম হয়েছে।

#

হায়দার/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৮৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৫৩১

**cweÎ C`yj AvRnv Dcj‡ÿ AvBb-k„•Ljv cwiw¯’wZ ch©v‡jvPbv wel‡q wm×všÍ**

ঢাকা, ২৮ আষাঢ় (১২ জুলাই) :

Avmbœ cweÎ C`yj AvRnv 2020 Dcj‡ÿ AvBb-k„•Ljv cwiw¯’wZ ch©v‡jvPbv wel‡q AvR ¯^ivóª gš¿Yvj‡qi m‡¤§jb K‡ÿ GK mfv AbywôZ nq| mfvq wb¤œewY©Z wm×všÍ mg~n M„nxZ nq :

* ¯^v¯’¨ gš¿Yvjq cïi nv‡U ¯^v¯’¨wewa †g‡b Pjvi Rb¨ GKwU MvBW jvBb ‰Zwi Ki‡Q| D³ MvBW jvBb ev¯Íevq‡bi Rb¨ AvBb k„•Ljv evwnbx e¨e¯’v †b‡e| XvKv kn‡ii evB‡i cïi nvU emv‡bvi Rb¨ B‡Zvg‡a¨ ¯^v¯’¨ gš¿Yvjq wm×všÍ wb‡q‡Q| G wel‡q ¯’vbxq miKvi gš¿Yvjq I wmwU K‡c©v‡ikb e¨e¯’v MÖnY Ki‡e| G eQi AbjvBb †KbvKvUvi Ici ¸iæZ¡ Av‡ivc Kiv n‡q‡Q|
* ‡Kvievwbi nv‡Ui BRviv`vi‡`i e¨e¯’vq nv‡Ui cÖ‡ek c‡\_ nvZ †avqvi e¨e¯’v (‡ewmb-mn) n¨vÛ m¨vwbUvBRvi ivL‡Z n‡e| †µZv‡`i gv¯‹ cwiavb K‡i nv‡U cÖ‡ek Ki‡Z n‡e| ‡Kv‡bv †µZv gv¯‹ c‡i bv Avm‡j BRviv`vi‡`i wbKU msiwÿZ gv¯‹ µq K‡i nv‡U cÖ‡ek Ki‡Z n‡e| nv‡Ui Kv‡Q e¨vsK ey\_ \_vK‡e|
* iv¯ÍvNv‡Ui Ici cïi nvU †`Iqv hv‡e bv| cï UªvK †Kvb nv‡U hv‡e cï Uªv‡Ki mvg‡b G iKg GKwU e¨vbvi †jLv \_vK‡e| cïi UªvK Ab¨ †Kv\_vI \_vgv‡bv hv‡e bv| cïevnx †Kv‡bv Mvwo iv¯Ívq \_vgv‡bv hv‡e bv| wbivcËv evwnbx cÖwZev‡ii g‡Zv, Rvj †bvU, Pv`vevwR, AÁvb-gjg cvwU© n‡Z wbivcËv †`‡e|
* b`xc‡\_ †dwi, jÂ I Rvnv‡R AwZwi³ hvÎx cwienb Kiv hv‡e bv| AwZwi³ hvÎx cwienb Ki‡j †Kv÷MvW© I †bŠ-cywjk e¨e¯’v †b‡e| b`xc‡\_ cïevnx Uªjvi hv‡Z AwZwi³ †evSvB (Ifvi‡jvW) bv nq †m e¨vcv‡i †Kv÷MvW© I †bŠ-cywjk jÿ¨ ivL‡e|
* cïi Pvgovi `vg wbav©iY I h\_vh\_fv‡e wecY‡bi wel‡q wkí gš¿Yvjq I evwYR¨ gš¿Yvjq wm×všÍ MÖnY Ki‡e|
* Mv‡g©©›Um d¨v±wi Ab¨vb¨ev‡ii †P‡q Kg mg‡qi Rb¨ eÜ ivLv †h‡Z cv‡i| kÖwgK‡`i †eZb †evbvm h\_vmg‡q cwi‡kv‡a wewRGgBG Ges KviLvbv gvwjKMY e¨e¯’v MÖnY Ki‡eb|
* Gev‡ii C`yj AvRnvi RvgvZ gmwR‡` Av`v‡qi Rb¨ ag© gš¿Yvjq wm×všÍ MÖnY K‡i‡Q|

¯^ivóªgš¿x Avmv`y¾vgvb Lvb Gi mfvcwZ‡Z¡ mfvq Dcw¯’Z wQ‡jb RbwbivcËv wefv‡Mi wmwbqi mwPe †gv¯Ívdv Kvgvj DÏxb, myiÿv †mev wefv‡Mi mwPe †gvt kwn`y¾vgvb, AvBwRwc W. †ebwRi Avn‡g`-mn mswkøó gš¿Yvjq I Awa`ß‡ii Kg©KZ©ve„›`|

#

Acy/cvkv/‡gvkvid/‡iRvDj/2020/1802 NÈv

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৫৩০

**নিরীক্ষা করে যোগ্য সমবায় সমিতিকে নিবন্ধিত করতে হবে**

**-- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ আষাঢ় (১২ জুলাই) :

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য বলেছেন, নিরীক্ষা করে যোগ্য সমবায় সমিতিকে নিবন্ধন করতে হবে। যত্রতত্র নাম সর্বস্ব সমবায় সমিতি যাতে নিবন্ধনের আওতায় না আসে সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। যথাসময়ে অডিট নিষ্পত্তি করতে হবে, লক্ষ্য রাখতে হবে কোনোভাবেই সমবায়ীগণ যেন হেনস্থার শিকার না হয়।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে আজ সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ চূড়ান্তকরণের নিমিত্তে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য একথা বলেন।

বঙ্গবন্ধুর সমবায়ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা গঠনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, গ্রামের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনাই ছিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন ও পরিকল্পনা। গ্রাম বাংলার গরিব-দুঃখী, শোষিত কৃষক-জনতার মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সমবায়ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। কৃষিতে সমবায়ভিত্তিক কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। যা করতে পারলে কৃষির সম্মিলিত উন্নয়নের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। সমবায় সমিতির কার্যক্রমে আরও স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ হালনাগাদের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোঃ রেজাউল আহসান, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মোঃ আমিনুল ইসলাম, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর মহাপরিচালক সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু-সহ বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রধান এবং মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

আহসান/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৭৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৫২৯

**প্রধানমন্ত্রী ১৬ জুলাই ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে ১ কোটি গাছের চারা রোপণের উদ্বোধন করবেন  
 -- পরিবেশ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ আষাঢ় (১২ জুলাই) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন,  প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ জুলাই গণভবনে একটি তেঁতুল ও একটি  ছাতিয়ান গাছ রোপণ করার মাধ্যমে জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ ‘মুজিববর্ষ’ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে দেশব্যাপী এক কোটি গাছের চারা রোপণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন। বন মন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পর প্রতিটি জেলা এবং উপজেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে  একটি ফলদ, একটি বনজ ও একটি ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হবে। করোনা পরিস্থিতির কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে আগামী ১৬ জুলাই থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বৃক্ষরোপণ মৌসুমে সুবিধাজনক সময়ে দেশের ৪ শত ৯২টি উপজেলার প্রতিটিতে ২০ হাজার ৩ শত ২৫টি করে গাছের চারা রোপণ করা হবে ।

আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ে আয়োজিত অনলাইন সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বন মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা এদেশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু করেছিলেন। তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় মুজিববর্ষে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।  তিনি বলেন, দেশীয় ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণের এ কর্মসূচির পঞ্চাশ শতাংশের বেশি থাকবে ফলদ গাছ। মন্ত্রী এ মহতী কর্মসূচি সফল করার জন্য সংসদ সদস্যগণ-সহ দেশের সকল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তা কামনা করেন। তিনি প্রতিটি গাছ রোপণের পর নিয়মিত খোঁজখবর রাখা এবং যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি  হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার এমপি। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ডক্টর মোঃ বিল্লাল হোসেন এর পরিচালনায় সভায় অন্যান্যের মধ্যে অতিরিক্ত সচিব আহমদ শামীম আল রাজী ও মোঃ মিজানুল হক চৌধুরী,  পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এ কে এম রফিক আহাম্মদ, বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক আমীর হোসেন চৌধুরী, বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদ আহমদ, বন গবেষণা ইন্সটিটিউট এর পরিচালক ড. মো. মাসুদুর রহমান এবং ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের পরিচালক পরিমল সিংহসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৭৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৫২৮

**স্বাস্থ্যখাতসহ সকল খাতের অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর**

**- ওবায়দুল কাদের**

ঢাকা, ২৮ আষাঢ় (১২ জুলাই) :

স্বাস্থ্যখাতসহ সকল খাতের অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর উল্লেখ করে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, যেখানেই দুর্নীতি হবে সেখানেই তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণে দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা রয়েছে। প্রয়োজনে নিজের মন্ত্রণালয়ের যে কোন অনিয়মের বিরুদ্ধেও তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণে কোনো বাধা নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মন্ত্রী আজ সকালে জাতীয় সংসদ ভবন এলাকাস্থ নিজ বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে একথা জানান।

করোনার সংক্রমণ রোধে কোরবানির পশুরহাটের সংখ্যা কমানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, কোরবানির পশু ক্রয়-বিক্রয়ে বাড়তি চাপ মোকাবিলায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হতে পারে সম্ভাব্য বিকল্প। অনলাইন বাজারে কোরবানির পশু ক্রয়-বিক্রয়ে লেনদেন স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্টদের তদারকি বাড়ানোর ওপর তিনি জোর দেন।

করোনার নমুনা পরীক্ষায় দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রতারণা প্রসঙ্গে মন্ত্রী দ্রুততার সাথে তদন্তপূর্বক অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অপরাধীর কোনো দল নেই। অপরাধ লুকোতে তারা নানান দলের পরিচয় বহন করলেও শেষ পর্যন্ত নিজেদের রক্ষা করতে পারে না।

করোনার সংক্রমণ রোধ, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করে কোরবানির পশুরহাটের অনুমতি প্রদান সরকারের সামনে তিনটি বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, এ সময়ে পারস্পরিক সহযোগিতা, আন্তরিকতা এবং মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলার পাশাপাশি সংকট উত্তরণে প্রয়োজন দৃঢ় মনোবল।

#

নাছের/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১৪২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৫২৭

**ডিজিটাল শিক্ষা পদ্ধতি শিশুদের মনন ও মেধা বিকাশে ফলপ্রসূ পদ্ধতি**

**- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ আষাঢ় (১২ জুলাই) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত মানবসম্পদ তৈরিতে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে ডিজিটাল শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭৭ সালে কম্পিউটারকে শিক্ষার উপকরণ হিসেবে দেখেছে। ডিজিটাল শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির চেয়ে সহজ ও আনন্দদায়ক হওয়ায় শিশুদের মনন ও মেধা বিকাশে কার্যকর ও ফলপ্রসূ একটি পদ্ধতি।

মন্ত্রী গতকাল ডিজিটাল প্লাটফর্মে প্রাথমিক শিক্ষা পরিবার, সারা বাংলা নামের ফেসবুক গ্রুপের সাথে আজকের শিশু আগামীর ভবিষ্যত শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার এবং বিজয় ডিজিটাল এর প্রধান নির্বাহী জেসমিন জুই বক্তৃতা করেন।

মন্ত্রী বলেন, শিশুকাল হচ্ছে তাদের আগামী দিনের সুযোগ্য করে গড়ে তোলার উৎকৃষ্ট সময়। প্রাথমিক বিদ্যালয় হচ্ছে শিশুদের ভবিষ্যত ভিত তৈরির সূতিকাগার। তারা কাদা মাটির মতো তাদের যে ভাবে গড়তে চান সেভাবেই তারা তৈরি হবে। শিশুদের তৈরি করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষকদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। শিশুরা তাদের মা বাবার চেয়ে শিক্ষকদের পরামর্শ বেশি অনুসরণ করে। শিক্ষকদের নির্দেশনাই তাদের পাথেয়। তিনি বলেন,দক্ষ জাতি গঠনে বঙ্গবন্ধু দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করার জন্য যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপের ওপর দাঁড়িয়েও প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেছিলেন।

মোস্তাফা জব্বার শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরে ১৯৯৯ সাল থেকে তার অর্জিত অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন. এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা একবছরের পাঠ্যক্রম দুইমাসের মধ্যে শেষ করতে সক্ষম। এই ক্ষেত্রে তিনি দুটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ডিভাইস এবং ডিজিটাল কনটেন্ট শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের অন্তরায়। ২০০৯ সাল থেকে দীর্ঘ প্রচেষ্টায় চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন এবং পঞ্চম শ্রেণির কনটেন্ট তৈরির কাজ চলছে বলে উল্লেখ করেন তিনি আরো বলেন বাচ্চাদেরকে ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোন থেকে দূরে রাখার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে তাদেরকে উৎসাহিত করা উচিৎ বলে শিক্ষক ও অভিভাবকদের পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা পরিবার সারা বাংলার সদস্যরা অংশ গ্রহণ করেন। তারা প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ফ্রি ওয়াইফাই সংযোগ প্রদানের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর কাছে তাদের দাবি তুলে ধরেন।

#

শেফায়েত/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৫২৬

**ই-নথিতে শীর্ষস্থানে শিল্প মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ২৮ আষাঢ় (১২ জুলাই) :

মধ্যম ক্যাটাগরির ১৫টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ই-নথি ব্যবস্থাপনায় জুন, ২০২০ মাসেও শিল্প মন্ত্রণালয় শীর্ষস্থান অর্জন করেছে। এ নিয়ে পরপর ৪ বার এবং জানুয়ারি, ২০২০ থেকে জুন, ২০২০ মাস পর্যন্ত   
৫ বার ই-নথিতে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম গত জুন পর্যন্ত সময়ে তথ্য পর্যালোচনা করে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেই প্রতিবেদনে শীর্ষস্থান দখল করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়।

পাশাপাশি ই-নথি ব্যবস্থাপনায় ছোট ক্যাটাগরির ১৮৫টি সরকারি দপ্তর বা সংস্থার মধ্যে জুন ২০২০ মাসে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়।

উল্লেখ্য, ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবাদান প্রক্রিয়ায় শিল্প মন্ত্রণালয় শুরু থেকে এগিয়ে রয়েছে। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোতে ভার্চুয়াল কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে স্বাভাবিক সময়ের মতো সকল কাজ চলেছে। রুটিন মাফিক সব ধরনের পূর্ব নির্ধারিত সভা, মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত কর্মপরিকল্পনা (আইএপি)   
এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোর (এডিপি) অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।   
ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অংশীদারগণ দ্রুত সেবা পাচ্ছেন।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ এবং ধারাবাহিক মনিটরিংয়ের ফলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ই-নথি কার্যক্রম এবং ডিজিটাল সেবাদানে এ সাফল্য এসেছে।

#

জলিল/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                     নম্বর : ২৫২৫

**করোনা পরিস্থিতিতে ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত**

ঢাকা, ২৮ আষাঢ় (১২ জুলাই) :

করোনা পরিস্থিতিতে সৃষ্ট দুর্যোগে সারাদেশের সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রেখেছে সরকার। এ পর্যন্ত সারা দেশে দেড় কোটির বেশি পরিবারকে ত্রাণ সহায়তা দেয়া হয়েছে।

৬৪ জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১১ জুলাই পর্যন্ত সারাদেশে চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে দুই লাখ ১৪ হাজার ৪৮৬ মেট্রিক টন এবং বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ ৯৮ হাজার ৪৫১ মেট্রিক টন। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা এক কোটি ৬৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬০৬ এবং উপকারভোগী লোকসংখ্যা সাত কোটি ৩৮ লাখ ৮৩ হাজার ৬৩৭ জন।

শিশুখাদ্য সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১২৫ কোটির বেশি টাকা। এরমধ্যে সাধারণ ত্রাণ হিসেবে নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৯৮ কোটি ৩৮ লাখ ২৮ হাজার ১৬৪ টাকা এবং বিতরণ   
করা হয়েছে ৯৪ কোটি ৯১ লাখ ৭০ হাজার ৩০ টাকা। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা এক কোটি এক লাখ ২০ হাজার ১৯৬ এবং উপকারভোগী লোক সংখ্যা চার কোটি ৪৪ লাখ ২৫ হাজার ৮৯৯ জন।

শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২৭ কোটি ২২ লাখ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ২৬ কোটি ৪০ লাখ ১ হাজার টাকা। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা আট লাখ ৪৮ হাজার ৬৫৪ এবং উপকারভোগী লোকসংখ্যা ১৮ লাখ ৩১ হাজার ৪৫৪ জন।

#

সেলিম/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১১০০ ঘণ্টা